বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৫১

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৮ / ১৩ জানুয়ারি ২০২২

বিষয়: ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে কতিপয় নৌ-যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

সূত্র: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৬৯০, তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচী অনুসারে ৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের (সংযুক্ত তালিকার) **ভোটগ্রহণ ৩১ জানুয়ারি ২০২২** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

০২। ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনসমূহে ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে বিশেষ কয়েকটি নৌ-যান যথা: লঞ্চ, স্পিড বোট, ইঞ্জিন চালিত যে কোন ধরনের নৌ-যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। একইভাবে **৩১ জানুয়ারি ২০২২ (সোমবার) তারিখে** অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিবসের পূর্ববর্তী মধ্যরাত অর্থাৎ **৩০ জানুয়ারি ২০২২** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ টা হতে **৩১ জানুয়ারি ২০২২** তারিখ মধ্যরাত ১২:০০ টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত নৌ-যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

(১) লঞ্চ
(২) ইঞ্জিন চালিত সকল ধরনের নৌ-যান
(৩) স্পিড বোট

০৩। তবে সকল ধরনের ইঞ্জিন চালিত নৌযানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে শুধু লঞ্চ ও স্পিড বোট চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিন চালিত ক্ষুদ্র নৌযান বা জনগণ তথা ভোটারদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্র নৌযান নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত রাখতে হবে।

০৪। উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, দেশি/বিদেশি পর্যবেক্ষকদের (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। সেই সাথে নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি/বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনের বৈধ পরিদর্শক এবং কতিপয় জরুরি কাজ যেমন-এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া, প্রধান প্রধান নৌ-পথে বন্দর ও জরুরি পণ্য সরবরাহসহ অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরূপ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সে সাথে ভোটার ও জনসাধারণের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সকল নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে ও দূর পাল্লার নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

০৫। বর্ণিতাবস্থায়, ৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিবসের পূর্ববর্তী মধ্যরাত অর্থাৎ **৩০ জানুয়ারি ২০২২** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ টা হতে **৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ** মধ্যরাত ১২:০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় উল্লিখিত নৌ-যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার লক্ষ্যে **সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ-কে** ক্ষমতা প্রদানের জন্যে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১৩/১/2022

(মো: আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: ecsemc2@gmail.com

সচিব
নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)]

নং- ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৫১

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৮ / ১৩ জানুয়ারি ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)
১৩. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশ্লিষ্ট)
১৪. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্ম সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৯. জেলা প্রশাসক, ... (সংশ্লিষ্ট)
২০. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. পুলিশ সুপার..... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৪. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩০. উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৩১. অফিসার ইন চার্জ, ... (সংশ্লিষ্ট)

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫৫৯ (অফিস)

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৬৯০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৮ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২১

পরিপত্র-১

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে ৬ষ্ঠ ধাপের নির্বাচনি সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল নিস্পত্তি, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও প্রতীক বরাদ্দ এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে **৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি** ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন **ইভিএম এর মাধ্যমে** অনুষ্ঠিত হবে (পরিশিষ্ট-ক)। ৬ষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের জন্য সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা, মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হলো :

২। **নির্বাচনি সময়সূচি:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন ৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

(ক)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	০৩ জানুয়ারি ২০২২ (সোমবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	০৬ জানুয়ারি ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	১৩ জানুয়ারি ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	:	**৩১ জানুয়ারি ২০২২ (সোমবার)**

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৮.০০ টা হতে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত

৩। **প্রার্থিতা বিষয়ক কার্যক্রম :** উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ **০৯ জানুয়ারি ২০২২** এবং দায়েরকৃত আপিল **১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ** (বুধবার) এর মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া **১৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ শুক্রবার প্রতীক বরাদ্দের** কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মনোনয়ন ও প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম উল্লিখিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে। **১৪ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হওয়ার পরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা ফরম-'চ' নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহের অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২, ds_eo২), সহকারী সচিব (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২, sas_emc২) এবং প্রোগ্রামার (ইভিএম, programmer_evm) এর ইন্টারনাল একাউন্টে বিনা ব্যর্থতায় ঐ দিন বা সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।**

৪। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারিঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উপরি উল্লিখিত নির্বাচনি সময়সূচি অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এতদসংগে সংযোজিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-খ) প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ: স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সকল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলার (প্রয়োজন হলে) যে সকল উপজেলার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে সে সকল উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিন এর অধিক সংখ্যক ইউনিয়নের জন্য একজন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার করা যাবে, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।**

৬। **নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্বাচনি সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপনটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে টাংগাইয়া প্রকাশ করতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫০০ ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৭। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ** সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশের পর রিটার্নিং অফিসারগণকে পরিচালনা বিধিমালার বিধি ১১ অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোথায় মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তা উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সুবিধার্থে একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হল (পরিশিষ্ট-গ)। যেসব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ও স্থানীয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

৮। **চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২৫ সনের ২৮ নং আইন) আইন অনুসারে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে মনোনয়নের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঈ) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

> "(ঈ) রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে;
>
> তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;
>
> আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করিবে;"

উক্ত বিধান অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল চেয়ারম্যান পদে মনোনয়পত্র (ফরম-১) এর সংযুক্তি-১ অনুসারে মনোনয়ন প্রদান করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকসহ তালিকা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-ঘ)।

৯। **প্রার্থির প্রস্তাবক ও সমর্থকঃ** বিধি ১২ এর উপবিধি (১) অনুসারে (১)চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন। উপবিধি (২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরুপে নির্বাচিত হওবার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

তবে, উপবিধি (৪) অনুসারে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরুপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট আপিল দাখিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ কর্তৃক আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়সূচির আলোকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ দিন **০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ**। দায়েরকৃত আপিল **১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য** মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

১১। **প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন :** বিধি ১৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে তা যাচাই করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার সামগ্রী যাচাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবেন।

১২। **স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন:** স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে নির্বাচনি প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান এবং ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রচার কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবক অথবা তার সমর্থক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে একটি রসিদ (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে কোথায়, কোন তারিখ ও কোন সময়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। এই রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১৪। **মনোনয়নপত্র ও তার সাথে দাখিলকৃত কাগজাদিঃ** আইনের ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধিমালার বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) অনুসারে-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কমপক্ষে ২ সেট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং

(গ) মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমাদানের প্রমাণ হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট অথবা ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;

(ঈ) চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন।

১৫। **মনোনয়নপত্র দাখিলোত্তর করণীয়ঃ** প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন। তাছাড়া-

(ক) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত বিষয়াদি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১৬। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুতঃ** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্যাদি ফরম-গ অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

১৭। **জামানতঃ** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য/সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য) ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না;

(১) বিধিমালার বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।

(২) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) প্রার্থী জামানতের টাকা "৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩" কোডে জমা দিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র বাছাইঃ** (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়ন পত্রের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই এর প্রাক্কালে যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপিদের তথ্য নিয়ে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি সম্পদ বিবরণীর তথ্যসহ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে বা ঠিকাদারদের তালিকা নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, সে জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাঁদের/তাঁদের প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

১৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই এর সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় ও দলিলাদিঃ** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করলে আইনের ২০ ধারার (২) উপ-ধারার (ঠ), (ঢ) (ণ) অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ৫ বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের এবং যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন রিটার্নিং অফিসার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিবেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র যাচাই করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০। **মনোয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানঃ** মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাভুক্ত উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাছাড়া মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাইকালে এবং অন্যান্য সময়ে রিটার্নিং অফিসারের সাথে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের অথবা অন্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করতে পারবেন। উক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২১। **মনোনয়নপত্র বাতিলের পদ্ধতিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ১৪ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার স্বউদ্যোগে অথবা বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তির আপত্তির প্রেক্ষিতে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয়নি; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নয়;

তবে,

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

২২। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণঃ** রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন।

২৩। **সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুক্রবার ও শনিবারসহ সকল সরকারী ছুটির দিনে ও কার্যদিবসে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৫.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সেই সাথে জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে।

২৪। **মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/আদেশ প্রতিপালনঃ** (ক) কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে আদেশ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ এডভোকেট কোন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করলে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী এডভোকেটের সহিত আলাপ করে নিশ্চিত হতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ বিজ্ঞ এডভোকেটের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ প্রতিপালন করে তা অবশ্যই লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে জানাতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/রিটার্নিং অফিসার অত্র সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

(খ) **ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে** কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইউনিয়নের নির্বাচন, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ওয়ার্ড এবং সাধারণ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাধারণ ওয়ার্ডের কেন্দ্রসমূহের নির্বাচন স্থগিত করার জন্য রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৫। **সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত বৈঠকে মনোনয়নপত্র পূরণ, আচরণ বিধির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি, বিধিমালার বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের দন্ড ইত্যাদি সম্মন্ধে ধারণা দিতে হবে। সর্বোপরি উক্ত বৈঠকে সকলকে সহযোগিতার আহবান জানাতে হবে। চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ তাদের নির্বাচনি সমুদয় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট হতে খরচ করতে হবে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ব্যাংক বিবরণীও দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। এইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের একটি ভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে যা মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে। তবে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য প্রার্থীদের ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে না বা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে হবে না। সম্ভাব্য প্রার্থীদের উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসারগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং দিক নির্দেশনা দিবে।

২৬। **ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয়ঃ** আগ্রহী প্রার্থীকে মনোনয়পত্র সংগ্রহের সময় ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ইলেকট্রনিক কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে। ৫০০(পাঁচশত) টাকা হারে চালান বা পে অর্ডার জমা দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। ভোটার তালিকা সিডি ক্রয়ের অর্থ চালানে জমা দানের কোড **০১-০৬০১-০০০১-২৬৩১।** তবে কোন কারণে সম্পূরক সিডি প্রদানের প্রয়োজন হলে পুনরায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

২৭। **মনোনয়নপত্রের সাথে আচরণ বিধির কপি প্রদানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো **(পরিশিষ্ট-ঙ)**। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণ বিধির কপি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে।

২৮। **দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি মুছে/উঠিয়ে ফেলাঃ** যেহেতু ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যারা বা যাদের পক্ষে দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি লাগানো হয়েছে বা নববর্ষের শুভেচ্ছা, ঈদের শুভেচ্ছা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে প্রচারণার আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা ০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে নিজ দায়িত্বে মুছে বা তুলে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা দিয়েছেন। ০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের পরে পোস্টার বা দেয়াল লিখন পাওয়া গেলে তার ছবি তারিখসহ তুলে রাখতে হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে পরবর্তীতে নির্দেশনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২৯। **বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা ইত্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন হতে যে সকল পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা হবে তা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ উক্ত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, ফরম ইত্যাদি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে রিটার্নিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে প্রদান করবেন। ফ্যাক্স বা ডাকযোগে এত অধিক পরিমান পাঠানো সম্ভব হবে না বিধায় এই ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হবে। কোন উপজেলায় ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ প্রিন্ট বের করে কুরিয়ার সার্ভিসে বা বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩০। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** উল্লিখিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ইতোপূর্বে জারিকৃত পরিপত্র ২-৭ ও অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(৩) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিটি ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

(৪) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্দেশনায় ইভিএম ব্যবহার ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিষয়ক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৫) পার্বত্য এলাকায় হেলিসটি সহযোগিতা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ক প্রস্তাবনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ;

(৬) ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন তথা বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিন ও অফিস সময়ের পরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের/গ্রহণ, প্রার্থীতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ কার্যদিবসের ন্যায় **সকাল ৯.০০ মি. হতে বিকাল ৫.০০ মি.** পর্যন্ত অব্যাহত রাখা;

(৮) ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরে নির্বাচনি মালামাল সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে রাখতে হবে।

৩১। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

১৮/১২/২০২১

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
e-mail: ecsemc2@gmail.com

সংলগ্নীঃ উপরে বর্ণিত

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ----------(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, -------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৫। ----------ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৬৯০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৮ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব,..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১৩. প্রকল্প পরিচালক (ইভিএম প্রকল্প), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ইভিএম কাস্টমাইজেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২০. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

১৮/১২/২০২১

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

৬ষ্ঠ ধাপে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
১. পঞ্চগড়	১.	দেবীগঞ্জ	১.	দেবীগঞ্জ	
			২.	দেবীডুবা	
২. দিনাজপুর	২.	দিনাজপুর সদর	৩.	চেহেলগাজী	
			৪.	সুন্দরবন	
			৫.	ফাজিলপুর	
			৬.	শেখপুরা	
			৭.	শশরা	
			৮.	আউলিয়াপুর	
			৯.	উথরাইল	
			১০.	শংকরপুর	
			১১.	আস্করপুর	
			১২.	কমলপুর	
	৩.	ঘোড়াঘাট	১৩.	বুলাকিপুর	
			১৪.	পালশা	
			১৫.	সিংড়া	
			১৬.	ঘোড়াঘাট	
	৪.	বিরল	১৭.	ধামইর	
			১৮.	শহরগ্রাম	
			১৯.	ভান্ডারা	
			২০.	ধর্মপুর	
			২১.	মঙ্গলপুর	
			২২.	রানীপুকুর	
	৫.	বীরগঞ্জ	২৩.	নিজপাড়া	
			২৪.	ভোগনগর	
৩. রংপুর	৬.	পীরগঞ্জ	২৫.	মিঠিপুর	
			২৬.	বড় আলমপুর	
৪. কুড়িগ্রাম	৭.	চিলমারী	২৭.	রাণীগঞ্জ	
			২৮.	থানাহাট	
			২৯.	রমনা	
			৩০.	চিলমারী	
			৩১.	অষ্টমীরচর	
	৮.	ভুরুঙ্গামারী	৩২.	ভুরুঙ্গামারী	
			৩৩.	পাথরডুবি	
			৩৪.	শিলখুড়ি	
৫. গাইবান্ধা	৯.	সাদুল্লাপুর	৩৫.	রসুলপুর	
			৩৬.	নলডাঙ্গা	
			৩৭.	দামোদরপুর	
			৩৮.	ধাপেরহাট	
			৩৯.	ইদিলপুর	
			৪০.	ভাতগ্রাম	
			৪১.	খোর্দ্দকোমরপুর	
			৪২.	ফরিদপুর	
৬. বগুড়া	১০.	সারিয়াকান্দি	৪৩.	সারিয়াকান্দি	
			৪৪.	ভেলাবাড়ী	
			৪৫.	বোহাইল	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			৪৬.	চন্দনবাইশা	
			৪৭.	ফুলবাড়ী	
			৪৮.	হাটশেরপুর	
			৪৯.	কামালপুর	
			৫০.	কাজলা	
			৫১.	কর্ণিবাড়ী	
			৫২.	কুতুবপুর	
			৫৩.	নারচী	
	১১.	সোনাতলা	৫৪.	সোনাতলা	
			৫৫.	তেকানীচুকাইনগর	
			৫৬.	দিগদাইড়	
			৫৭.	জোড়গাছা	
			৫৮.	মধুপুর	
			৫৯.	পাকুল্লা	
			৬০.	বালুয়া	
	১২.	সদর	৬১.	ফাপোর	
			৬২.	রাজাপুর	
	১৩.	গাবতলী	৬৩.	নেপালতলী	
			৬৪.	সুখানপুর	
			৬৫.	সোনারায়	
৭. নওগাঁ	১৪.	নেয়ামতপুর	৬৬.	পাড়ইল	
			৬৭.	নিয়ামতপুর	
			৬৮.	ভাবিচা	
			৬৯.	হাজীনগর	
			৭০.	রসুলপুর	
			৭১.	বাহাদুরপুর	
			৭২.	শ্রীমন্তপুর	
			৭৩.	চন্দননগর	
৮. জামালপুর	১৫.	সরিষাবাড়ী	৭৪.	পিংনা	
	১৬.	দেওয়ানগঞ্জ	৭৫.	পাররামরামপুর	
৯. ময়মনসিংহ	১৭.	ফুলপুর	৭৬.	ছনধরা	
			৭৭.	রামভদ্রপুর	
			৭৮.	ভাইটকান্দি	
			৭৯.	সিংহেশ্বর	
			৮০.	ফুলপুর	
			৮১.	পয়ারী	
			৮২.	রূপসী	
			৮৩.	বালিয়া	
			৮৪.	বওলা	
			৮৫.	রহিমগঞ্জ	
	১৮.	ভালুকা	৮৬.	উথুরা	
			৮৭.	মেদুয়ারী	
			৮৮.	ভরাডোবা	
			৮৯.	ধীতপুর	
			৯০.	বিরুনিয়া	
			৯১.	ভালুকা	
			৯২.	মল্লিকবাড়ী	
			৯৩.	ডাকাতিয়া	
			৯৪.	কাচিনা	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			৯৫.	রাজৈ	
			৯৬.	হবিরবাড়ী	
১০. নেত্রকোনা	১৯.	খালিয়াজুরী	৯৭.	মেন্দিপুর	
			৯৮.	খালিয়াজুরী	
	২০.	পূর্বধোলা	৯৯.	ধলামূলগাঁও	
১১. টাঙ্গাইল	২১.	গোপালপুর	১০০.	মির্জাপুর	
			১০১.	আলমনগর	
			১০২.	হাদিরা	
			১০৩.	নগদাশিমলা	
			১০৪.	ধোপাকান্দি	
১২. কিশোরগঞ্জ	২২.	পাকুন্দিয়া	১০৫.	জাঙ্গালিয়া	
			১০৬.	চরফরাদী	
			১০৭.	এগারসিন্দুর	
			১০৮.	বুরুদিয়া	
			১০৯.	পাটুয়াভাঙ্গা	
			১১০.	নারান্দী	
			১১১.	হোসেন্দী	
			১১২.	চন্ডিপাশা	
			১১৩.	সুখিয়া	
	২৩.	কুলিয়ারচর	১১৪.	রামদী	
১৩. মানিকগঞ্জ	২৪.	শিবালয়	১১৫.	শিবালয়	
			১১৬.	তেওতা	
			১১৭.	উথলী	
			১১৮.	শিমুলিয়া	
			১১৯.	মহাদেবপুর	
			১২০.	উলাইল	
			১২১.	আরুয়া	
১৪. ঢাকা	২৫.	নবাবগঞ্জ	১২২.	শিকারীপাড়া	
			১২৩.	জয়কৃষ্ণপুর	
			১২৪.	বারুয়াখালী	
			১২৫.	নয়নশ্রী	
			১২৬.	শোল্লা	
			১২৭.	যন্ত্রাইল	
			১২৮.	বান্দুরা	
			১২৯.	কলাকোপা	
			১৩০.	বক্সনগর	
			১৩১.	বাহ্রা	
			১৩২.	কৈলাইল	
			১৩৩.	আগলা	
			১৩৪.	গালিমপুর	
			১৩৫.	চূড়াইন	
	২৬.	দোহার	১৩৬.	নয়াবাড়ী	
			১৩৭.	কুসুমহাটী	
			১৩৮.	বিলাসপুর	
			১৩৯.	নারিশা	
			১৪০.	মুকসুদপুর	
১৫. মাদারীপুর	২৭.	সদর	১৪১.	ঘটমাঝি	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
১৬. গোপালগঞ্জ	২৮.	কোটালীপাড়া	১৪২.	রামশীল	
১৭. শরীয়তপুর	২৯.	জাজিরা	১৪৩.	সেনেরচর	
			১৪৪.	নাওডোবা	
			১৪৫.	বড়কান্দি	
			১৪৬.	জাজিরা	
	৩০.	শরীয়তপুর সদর	১৪৭.	চিকন্দী	
১৮. সিলেট	৩১.	ওসমানীনগর	১৪৮.	উমরপুর	
			১৪৯.	সাদিপুর	
			১৫০.	পশ্চিম পৈলনপুর	
			১৫১.	বুরুঙ্গাবাজার	
			১৫২.	গোয়ালাবাজার	
			১৫৩.	তাজপুর	
			১৫৪.	দয়ামীর	
			১৫৫.	উছমানপুর	
	৩২.	বিশ্বনাথ	১৫৬.	লামাকাজি	
			১৫৭.	খাজাঞ্চি	
	৩৩.	দক্ষিণ সুরমা	১৫৮.	মোল্লারগাঁও	
			১৫৯.	তেতলী	
			১৬০.	কামালবাজার	
	৩৪.	গোয়াইনঘাট	১৬১.	পূর্ব আলীরগাঁও	
			১৬২.	পশ্চিম আলীরগাঁও	
			১৬৩.	মধ্য জাফলং	
	৩৫.	কোম্পানিগঞ্জ	১৬৪.	ইসলামপুর (পশ্চিম)	
১৯. হবিগঞ্জ	৩৬.	বাহুবল	১৬৫.	স্নানঘাট	
			১৬৬.	পুটিজুরি	
			১৬৭.	সাতকাপন	
			১৬৮.	বাহুবলসদর	
			১৬৯.	লামাতাসী	
			১৭০.	মিরপুর	
			১৭১.	ভাদেশ্বর	
	৩৭.	শায়েস্তাগঞ্জ	১৭২.	শায়েস্তাগঞ্জ	
২০. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৮.	কসবা	১৭৩.	মেহারী	
			১৭৪.	বাদৈর	
			১৭৫.	বিনাউটি	
			১৭৬.	গোপীনাথপুর	
			১৭৭.	কাইমপুর	
			১৭৮.	বায়েক	
			১৭৯.	কসবাপশ্চিম	
	৩৯.	নবীনগর	১৮০.	কাইতলা(দক্ষিণ)	
			১৮১.	বিটঘর	
			১৮২.	শিবপুর	
			১৮৩.	কৃষ্ণনগর	
			১৮৪.	নাটঘর	
			১৮৫.	বিদ্যাকুট	
			১৮৬.	বড়াইল	
২১. কুমিল্লা	৪০.	মুরাদনগর	১৮৭.	শ্রীকাইল	
			১৮৮.	আকুবপুর	
			১৮৯.	আন্দিকুট	
			১৯০.	পূর্বধইর (পূর্ব)	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			১৯১.	পূর্বধইর (পঃ)	
			১৯২.	বাংগরা (পূর্ব)	
			১৯৩.	বাংগরা (পঃ)	
			১৯৪.	চাপিতলা	
			১৯৫.	কামাল্লা	
			১৯৬.	যাত্রাপুর	
			১৯৭.	রামচন্দ্রপুর (দঃ)	
			১৯৮.	রামচন্দ্রপুর (উঃ)	
			১৯৯.	নবীপুর (পূর্ব)	
			২০০.	নবীপুর (পঃ)	
			২০১.	ধামঘর	
			২০২.	জাহাপুর	
			২০৩.	ছালিয়াকান্দি	
			২০৪.	দারোরা	
			২০৫.	পাহাড়পুর	
			২০৬.	বাবুটিপাড়া	
			২০৭.	টনকী	
	৪১.	মনোহরগঞ্জ	২০৮.	বাইশগাঁও	
			২০৯.	হাসনাবাদ	
			২১০.	ঝলম (উঃ)	
			২১১.	ঝলম(দঃ)	
			২১২.	মৈশাতুয়া	
			২১৩.	লক্ষণপুর	
			২১৪.	খিলা	
			২১৫.	উত্তরহাওলা	
			২১৬.	নাথেরপেটুয়া	
			২১৭.	বিপুলাসার	
			২১৮.	সরসপুর	
২২. চট্টগ্রাম	৪২.	আনোয়ারা	২১৯.	জুঁইদন্ডি	